কেদার রাজা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী

কাহিনী ঃ বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ঃ তপন সিংহ
পরিচালনা ঃ
বলাই সেন
সঙ্গীত পরিচালনা ঃ
কালিপদ সেন
প্রযোজনা ঃ
সুনীল জিন্দেল
পরিবেশনা ঃ
দোসানি ফিল্মস
চিত্রশিল্পী ঃ
বিমল মুখার্জী
শিল্পনির্দেশক ঃ
সুনীতি মিত্র
কর্মসচিব ঃ
রতন চক্রবর্তী
সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়
কণ্ঠ সঙ্গীত ঃ
হেমন্ত মুখার্জী
সতীনাথ মুখার্জী
আরতি মুখার্জী
মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী
অভিনয়ে ঃ
পাহাড়ী সান্যাল
লিলি চক্রবর্তী
অসিতবরণ, দিলীপ রায়
রবীন ব্যানার্জী
প্রসাদ মুখার্জী
ছায়া দেবী, দীপিকা দাস
গীতা দে, রত্না ঘোষাল
মমতাজ আমেদ
তমাল লাহিড়ী
বীরেন চ্যাটার্জী
রসরাজ চক্রবর্তী
বিনয় লাহিড়ী
সুখেন দাস
জয়নারায়ণ মুখার্জী
মনু মুখার্জী, রথান ঘোষ
সাধন সেনগুপ্ত
খগেশ চক্রবর্তী
মনোজিৎ লাহিড়ী
দেবী নিয়োগী, শমিত ভঞ্জ
খগেন পাঠক
ভানু চ্যাটার্জী
হাসি মজুমদার
শাশ্বতী মুখার্জী
নিরঞ্জন চৌধুরী
গীতা গুপ্তা
মাঃ গৌতম, মাঃ স্বপন
সহকারী পরিচালক ঃ
পলাশ ব্যানার্জী
উজ্জ্বল মিশ্র
সহঃ সঙ্গীত পরিচালক ঃ
অলোক দে
সহকারা চিত্রশিল্পী ঃ
অমূল্য দত্ত, ক্ষেত্র লঙ্কা
বীরেন মুখার্জী
সহকারী শিল্পনির্দেশক ঃ
বুদ্ধদেব ঘোষ
শব্দগ্রহণ ঃ
অতুল চ্যাটার্জী
ইন্দু অধিকারী
সহকারী ঃ
রথান ঘোষ, বাবু
সহকারী সম্পাদক ঃ
নিমাই রায়
সঙ্গীত গ্রহণ ও
শব্দ পুনর্যোজনা ঃ
শ্যামসুন্দর ঘোষ
সহকারী ঃ
জ্যোতি চ্যাটার্জী
এডেল
রূপসজ্জা ঃ
মদন পাঠক
সহকারী ঃ
শম্ভু দাস
ব্যবস্থাপনা ঃ
শান্তিশেখর চৌধুরী
সহকারী ঃ
গৌর দাস
বনমালী পাণ্ডে
সতীশ দাস
স্থিরচিত্র ঃ
পিক্স স্টুডিও
পরিচয় লিপি ঃ
নিতাই বসু
আলোক সম্পাত ঃ
শম্ভু ব্যানার্জী
শৈলেন দত্ত
নিতাই শীল, জগু সিং
হরিপদ হাইত
পটশিল্পী ঃ কবি দাশগুপ্ত
সাজসজ্জা ঃ যতীন কুণ্ডু
ডি. আর মেকআপ
মঞ্চ নির্মাণ ঃ
ভোলানাথ ভট্টাচার্য
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
হরেন্দ্রনাথ রায়
(তমলুক রাজবাড়ী)
ডাঃ পি, রাণা (হরিদ্বার)
আর, সি, দেব
মনতোষ দেব
বিবেক বক্সী
র‍্যালি মেহেতা
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরে-
টরীতে আর, বি,
মেহেতার তত্বাবধনে
পরিস্ফুটিত
সহকারী ঃ
তারাপদ চৌধুরী
মোহন চ্যাটার্জী
রবীন ব্যানার্জী
কানাই ব্যানার্জী
অবনী রায়
নিউ থিয়েটার্স, ২ নং
স্টুডিওতে গৃহীত।

কাহিনী

রাজবংশের ছেলে। লোকে বলে রাজা বাবু। কিন্তু রাজা নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে কেবল বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আর প্রতিদিনের বিপুল দারিদ্র্য। সংসারে প্রাণী বলতে দু'টি। বাবা আর মেয়ে। মেয়ে শরৎ বাল্য-বিধবা। সেইই দুঃখের সংসারকে চালায় কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে। যখন একে-বারেই চলে না, অভিমান অভি-যোগের নালিশ নিয়ে শরৎ হাজির হয় বাবার কাছে। কেদার তখনও হাসে। মেয়েকে অভয় দিয়ে হাতে তুলে নেয় বেহালা, তার নিত্যসঙ্গী।

বেহালার সুর আর গ্রামের কৃষ্ণ যাত্রার দলে গান—এই নিয়েই কেদারের জীবন আবেগে-আনন্দে ভরপুর।

দিন চলেছিল এমনি ভাবে সুখ-দুঃখের টানাপোড়েনে। কেদারের হাতে বেহালা আর গলায় গান বেজে চলে রোজই। রোজই গৃহ-দেবতার বেদীতে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে শরৎ। আর শরৎ-এর বিনা-মাইনের বিশ্বস্ত অনুচর গণেশ রোজই আসে খোঁজ-খবর নিতে ; শরৎ-এর বিপদ-আপদের মুস্কিল-আসানে। এই সময় প্রভাস এসে হাজির হল সেই গ্রামে। বড়লোকের ছেলে। কলকাতায় বাস। ব্যবসায়ী। একদিন এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল। দীর্ঘকাল পরে গ্রামের ছেলেকে গ্রামে ফিরে পেয়ে গ্রামবাসীরা খুশীতে মেতে উঠলো। শরৎ-এর সংগেও একদিন পরিচয় হল প্রভাসের। দেখার মুহূর্তেই প্রভাসের মন জুড়ে বসল শরৎ। আর সেই মুহূর্ত থেকেই শরৎকে পাওয়ার চিন্তায় তার মগজ জুড়ে শুরু হল দুরভিসন্ধির জাল বোনা। বাইরের লোকের কাছে নিজের সরলতার পরিচয় দেবার জন্যে সে শরৎকে ডাকলে দিদি বলে। কদিন গ্রামে কাটিয়েই প্রভাস চলে গেল কলকাতায়। যাবার আগে কেদার ও শরৎকে জানিয়ে গেল কলকাতায় যাবার নিমন্ত্রণ।

কিছুদিন যেতে না যেতেই গ্রামে আবার ফিরে এল প্রভাস। সংগে এক বন্ধু। নাম অরুণ। কেদারকে রাজী করতে

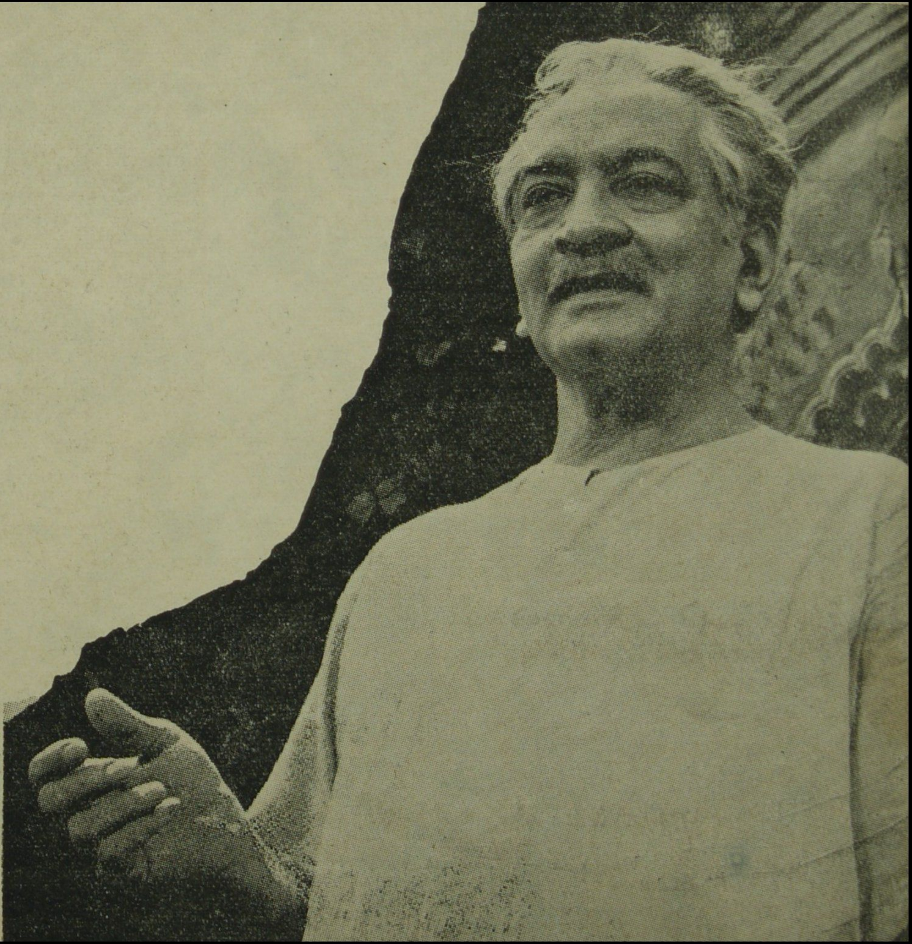

একটু বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেদার সম্মত হলে নিজের গাড়ী হাঁকিয়ে প্রভাস তাদের এনে তুলল দমদমের এক বাগান বাড়ীতে। কথা রইল পরের দিন প্রভাস কেদার ও শরৎকে নিয়ে বেরুবে কলকাতা ও কালিঘাট দেখাতে।

পরের দিন প্রভাস তার দুই বন্ধু অরুণ ও গিরীনকে নিয়ে উপস্থিত। কেদারের শরীরটা অসুস্থ। তাই একা শরৎকে নিয়ে তিন বন্ধুর গাড়ী ছুটল কালিঘাটের দিকে। না—কই কালিঘাট তো যাচ্ছে না এ গাড়ী! তাহলে? গাড়ী চলছে অরুণের বৌদির বাড়ীর দিকে। বৌদির সংগে শরৎ-এর আলাপ করিয়ে দেবে অরুণ। আসলে সেটাও মিথ্যে। গাড়ী গিয়ে থামল বে-পাড়ার এক বাঈজী বাড়ীতে। সেখানে শরৎকে সারারাত আটকে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা আগে থেকেই ছককাটা ছিল। প্রভাসের সরলতাকে বিশ্বাস করেছিল শরৎ। তাই তাদের ষড়যন্ত্রকে বুঝতে একটু সময় লেগেছিল তার। আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় দিশেহারা শরৎ যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে, সেই সময় এক বাঈজী এসে তার হাতে তুলে দিল পালিয়ে যাওয়ার চাবি। পালাবার পথে দৈবক্রমে তার আশ্রয় জুটে গেল এক দয়ালু পরিবারে। ওদিকে প্রভাস ও তার বন্ধুরাও শরৎ-এর পিছনে তাড়া শুরু করে দিলে।

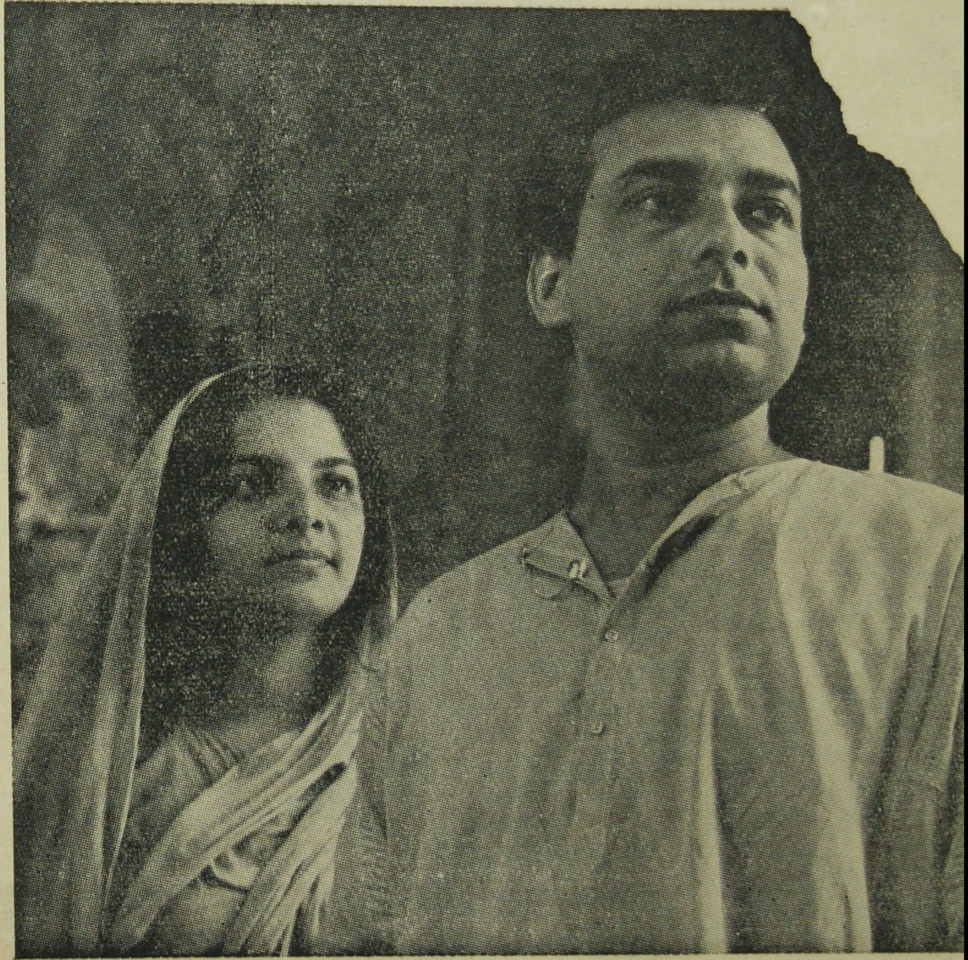

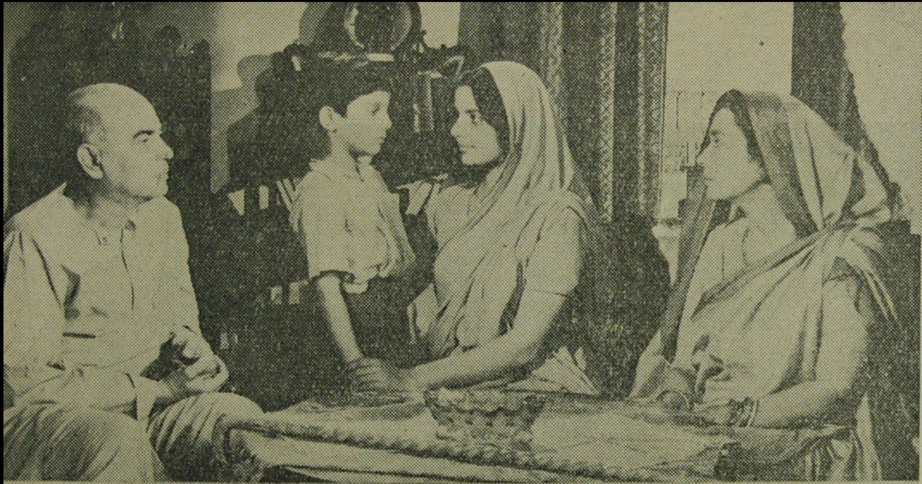

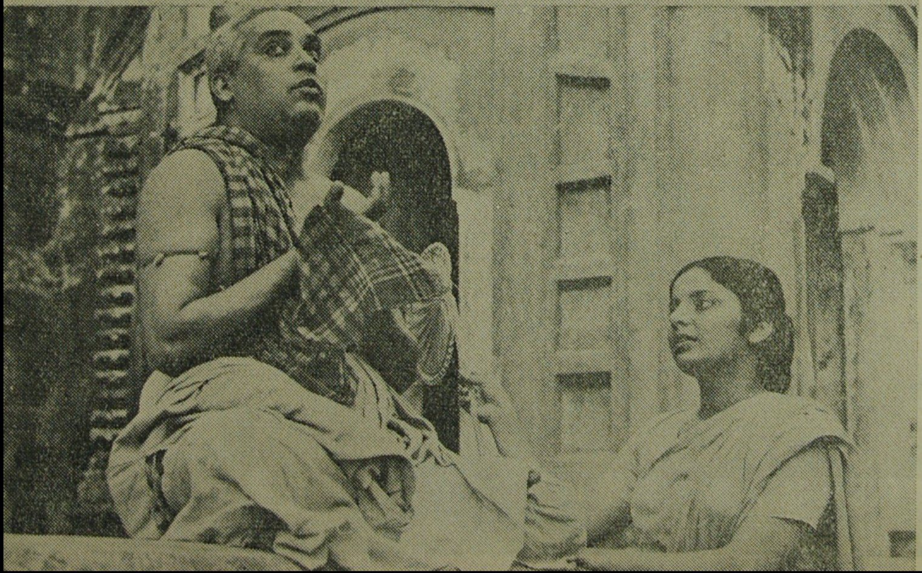

কেদারকে এসে তারা জানালে শরৎ আর গ্রামের দারিদ্র্যের জীবনে ফিরে যেতে চায় না। সে চায় অরুণকে বিয়ে করে কলকাতায় থাকতে। খবর শুনে প্রায় উন্মাদের মত কেদার বেরিয়ে পড়ল অচেনা পথে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। শরৎ তার সেই আশ্রয়-দাতা দয়ালু পরিবারের সংগে এসেছে দেবপ্রয়াগে। সেখানেও তাড়া করে চলেছে প্রভাসের অনুচরেরা। একদিন পথের মাঝে হঠাৎ দেখা জন্ম-ভবঘুরে গোপেশ্বর কাকার সংগে। গোপেশ্বর চাটুজ্যে কেদারের এক সময়কার বন্ধু। শরৎ গোপেশ্বরের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সব শুনে গোপেশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল গ্রামে।

কেদার কিন্তু তখনও গ্রামে ফেরেনি। গোপেশ্বর গোপনে সন্ধান করতে লাগল কেদারের। ইতিমধ্যে প্রভাসের দলবলও গ্রামে এসে হাজির। ভয় দেখিয়ে শরৎকে একদিন গিরীন রাজী করালে তার সংগে পালিয়ে যেতে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাতের গভীর অন্ধকারে শরৎ এসে দেখা করবে গিরীনের সংগে। কিন্তু সে দেখা সফল হল না। তার আগেই দুটি লৌহ-দৃঢ় বজ্রমুষ্টি এসে একে একে চেপে ধরল প্রভাস ও গিরীনের গলা। তারপর?

গান

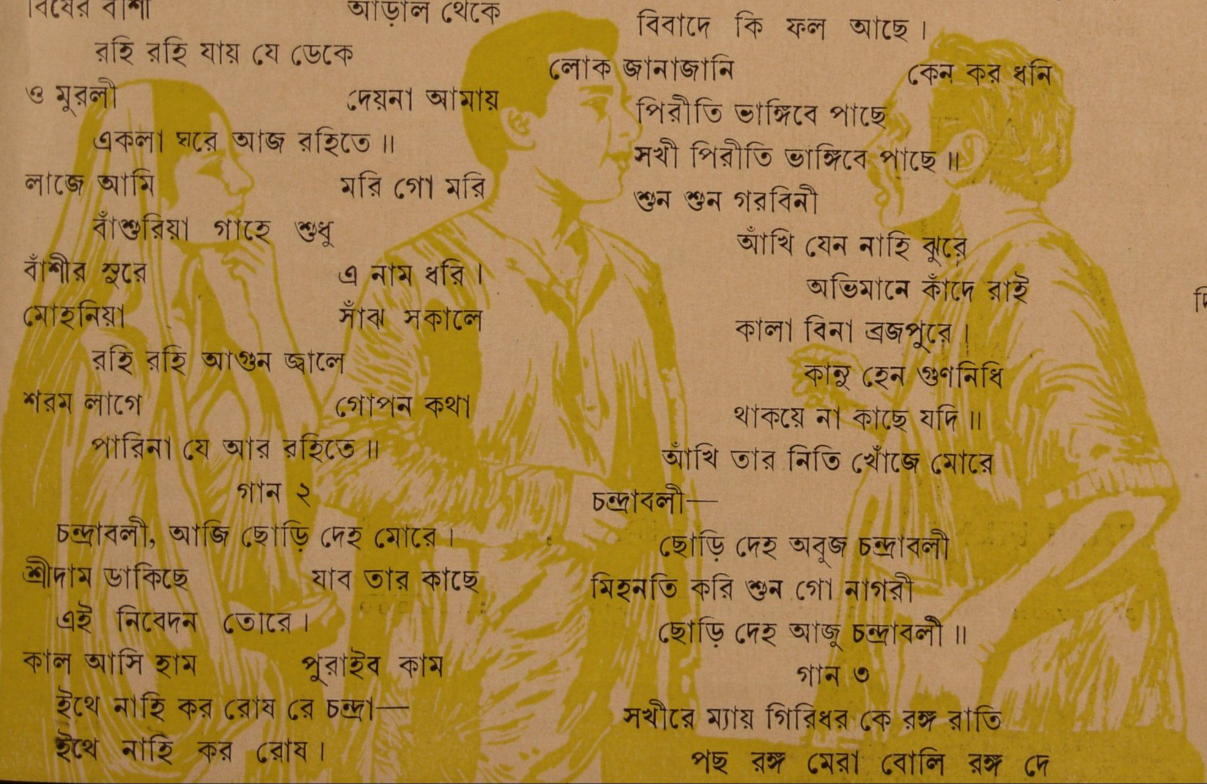

গান ১

কে সজনী দিন রজনী
বাজায় বাঁশী প্রাণ দহিতে
ও সহেলী পারিনা গো
বাঁশুরিয়ার সুর সহিতে ॥
বিষের বাঁশী আড়াল থেকে
রহি রহি যায় যে ডেকে
ও মুরলী দেয়না আমায়
একলা ঘরে আজ রহিতে ॥
লাজে আমি মরি গো মরি
বাঁশুরিয়া গাহে শুধু
বাঁশীর সুরে এ নাম ধরি।
মোহনিয়া সাঁঝ সকালে
রহি রহি আগুন জ্বালে
শরম লাগে গোপন কথা
পারিনা যে আর রহিতে ॥

গান ২

চন্দ্রাবলী, আজি ছোড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে।
কাল আসি হাম পুরাইব কাম
ইথে নাহি কর রোষ রে চন্দ্রা—
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষরে দোষ রে চন্দ্রা—
ইথে নাহি কর রোষ।
সখী তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি কেন কর ধনি
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে
সখী পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
শুন শুন গরবিনী
আঁখি যেন নাহি ঝুরে
অভিমানে কাঁদে রাই
কালা বিনা ব্রজপুরে।
কানু হেন গুণনিধি
থাকয়ে না কাছে যদি ॥
আঁখি তার নিতি খোঁজে মোরে
চন্দ্রাবলী—
ছোড়ি দেহ অবুজ চন্দ্রাবলী
মিহনতি করি শুন গো নাগরী
ছোড়ি দেহ আজু চন্দ্রাবলী ॥

গান ৩

সখীরে ম্যায় গিরিধর কে রঙ্গ রাতি
পছ রঙ্গ মেরা বোলি রঙ্গ দে
ঝুরমুট খেলন যাতি (ম্যয়)
জিনকে পিয়া পরদেশ বসত্ হ্যায়
লিখ লিখ ভেজ পাতি ॥
মোরে পিয়া মমাহি বসত হ্যায়
কব হুঁ আতি যাতি।
পিহারা বসনা বস্থু সাসে ঘর
সহ গুরু শঙ্গ সংয়াতি।
না ঘর তেরা না ঘর মেরা
মীরা হরি রঙ্গ রাতি ॥

গান ৪

দিয়ে গেছি সবি তবু দিলে ফাঁকি
ভব নদী পারে আজো বসে থাকি।
কবে তব দয়া হবে
ত্রিতাপ জুড়ায়ে যাবে
ওগো কৃপাময়ী করুণাতে তব
আলোর পরশ পাবে আঁখি।
জানি লীলাময়ী তুমি
আমি তব লীলাভূমি
গরিমা তব বুকে বহি
তোমাকেই শুধু ডাকি ॥

AWAITING EARLY RELEASES

A. G. *Films'*

PATTHAR KE SANAM

EASTMANCOLOR

Ranglok's

MERA MUNNA

DOSSANI FILMS. 66, Bentinck Street, Calcutta-1.

PRINTED BY NAVRANG PRINTERS, 22, WESTON ST., CAL-13, PHONE: 23-8289